ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নবম জাতীয় সংসদের সদস্যদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা শীর্ষক টিআইবি'র প্রতিবেদনের বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের উত্থাপিত ৩১টি প্রশ্নের উত্তর

১. গবেষণাটির শিরোনাম "নবম জাতীয় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যালোচনা" না হয়ে "নবম জাতীয় সংসদ সদস্যদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা পর্যালোচনা" কেন হল? সংসদ সদস্যদের নেতিবাচক ভূমিকাকে প্রতিষ্ঠিত ভেবে গবেষণা কর্ম সম্পাদন গবেষণার ক্ষেত্রে অনুসৃত নৈতিকতার সাথে সাংঘর্ষিক কিনা?

উত্তর ১: গবেষণা প্রস্তাবনার সময় গবেষণার যে শিরোনাম দেওয়া হয় তা সাধারণত গবেষণার প্রেক্ষাপট এবং গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধার্য করা হয়। আবার গবেষণার শিরোনাম গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ এবং ফলাফলের ওপরও নির্ভর করে। বর্তমান গবেষণার প্রেক্ষাপটে literature review এবং সংবাদপত্রভিত্তিক তথ্যে দেখা যায় সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃন্দ সম্পর্কে নেতিবাচক অভিযোগ উঠে এসেছে। আবার মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহে দেখা যায় তাদের সম্পর্কে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের কর্মকাণ্ডের তথ্য এসেছে। গবেষণার শিরোনামে এই বাস্তবতাই প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং সংসদ সদস্যদের নেতিবাচক ভূমিকাকে প্রতিষ্ঠিত ভেবে গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা হয়নি, বরং বর্তমান গবেষণায় ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের ভূমিকাই পর্যালোচনা করা হয়েছে, যা গবেষণার ক্ষেত্রে অনুসৃত নৈতিকতার সাথে সাংঘর্ষিক বলা যায় না। একমাত্র গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত থেকেই কেবল একজন গবেষক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন যে প্রকৃতপক্ষে কোনো নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে সম্মানিত সংসদ সদস্যরা আদৌ জড়িত ছিলেন কিনা অথবা জড়িত থেকে থাকলে কিভাবে কতটুকু জড়িত ছিলেন ইত্যাদি। অর্থাৎ গবেষণার দৃষ্টিতে শিরোনামে নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের উল্লেখের অর্থ এই নয় যে প্রকৃতই কেউ ঐ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত। এটি নির্ভর করে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ওপর, শিরোনামের ওপর নয়। এছাড়া "ভূমিকা" শব্দটি ব্যাপক যা এই গবেষণার বিষয় নয়। এ গবেষণায় "ইতিবাচক" ও "নেতিবাচক" বলতে সুনির্দিষ্ট বিষয় বোঝানো হয়েছে।

২. গবেষণা শিরোনাম এবং গবেষণার উদ্দেশ্য নির্দেশ করছে যে, প্রতিবেদনটি মূলত একটি পর্যালোচনা। একটি পর্যালোচনাকে গবেষণা হিসেবে উপস্থাপনের কারণ কী?

উত্তর ২: সংজ্ঞা অনুসারে কোনো সামাজিক বিষয়ের ওপর অনুসন্ধান, বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রক্রিয়া হচ্ছে সামাজিক গবেষণা।[১] আলোচ্য গবেষণার অন্তর্ভুক্ত বিষয় সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম ও তার পেছনের কারণ পর্যালোচনা করা। কাজেই শিরোনাম ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী এটি একটি গবেষণা, যেখানে সামাজিক গবেষণার স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, টিআইবি তার সকল কার্যক্রমে, তথা যে কোনো বিষয়ে অবস্থান গ্রহণে, মন্তব্য ও পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে তথ্য ও উপাত্ত নির্ভর গবেষণা ব্যতিরেকে অগ্রসর হয় না। এক্ষেত্রেও পর্যালোচনার ভিত্তি হিসেবে টিআইবি গবেষণার ওপর নির্ভর করেছে। পর্যালোচনা শব্দটি গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে Review এর বাংলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। Oxford Dictionary অনুযায়ী শব্দটির অর্থ a formal assessment of something with the intention of instituting change if necessary। উপরোক্ত গবেষণাকে আমরা যেমন নিঃসন্দেহে formal assessment বলতে পারি, তেমনি টিআইবি'র গবেষণার উদ্দেশ্যও হল ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য সহায়তা করা। টিআইবি মনে করে যে, এদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবার জন্যই সংসদের ভেতরে ও বাইরে মাননীয় সংসদ সদস্যরা কী ধরনের ভূমিকা রাখছেন তার একটি বস্তুনিষ্ঠ Review হওয়া প্রয়োজন এবং উক্ত Review এর আলোকে পরিবর্তনের জন্য policy recommendation করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। গবেষণা হচ্ছে জ্ঞান আহরণের জন্য একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে উক্ত তথ্য বিশ্লেষণের দ্বারা কোনো বিষয়বস্তুর ওপর আলোকপাত করা যা বর্তমান Review এর ক্ষেত্রে করা হয়েছে। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাদপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণাসমূহ নিয়ে যে জার্নালটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ হতে প্রকাশিত হয় সেটির নামই হল Social Science Review।

৩. গবেষণায় উল্লিখিত তিনটি উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল সংসদ সদস্যদের নেতিবাচক কার্যক্রম ও এর ধরন পর্যালোচনা করা। 'নেতিবাচক কার্যক্রম ও এর ধরন' এই পূর্ব ধারণাকে ভিত্তি করে গবেষণা কর্ম সম্পাদনের বৈজ্ঞানিক/নৈতিক ভিত্তি কী?

উত্তর ৩: এ গবেষণায় শুধুমাত্র নেতিবাচক কার্যক্রম ও এর ধরন পর্যালোচনাই নয়, বরং এর আগে তাদের ইতিবাচক কার্যক্রম চিহ্নিত করার কথাও গবেষণার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে (মূল প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা ৩, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য)। গবেষণার শুরুতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট গবেষণা পর্যালোচনা (literature review) করা হয় এবং সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন

[১] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন Sufian, Abu Zafar, *Methods and Techniques of Social Research*, University Press Limited, Dhaka, 1998, p. 3.Limited, Dhaka, 1998, p. 3.

কার্যক্রম চিহ্নিত ও শ্রেণীবদ্ধ করা হয় (মূল প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা ৩), এবং তারই আলোকে গবেষণার উদ্দেশ্য এবং গবেষণায় ব্যবহৃত নির্দেশকগুলো নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে এসব সংবাদের যথার্থতা যাচাই করার জন্যই মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এবং তার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়। সামাজিক গবেষণার তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এটি স্বীকৃত একটি পদ্ধতি।[২] সুতরাং এই গবেষণা কোনো পূর্ব ধারণার ভিত্তিতে করা হয়নি।[৩] বরং এটুকু বলা যায় যে, সংবাদ মাধ্যমে যেভাবে মাননীয় সংসদ সদস্য সম্পর্কে নেতিবাচক ভূমিকার প্রতিফলন ঘটেছে তার যথার্থতার পর্যালোচনা করার জন্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকের ওপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গবেষণায় দু'টি ধাপে দু'টি ভিন্ন পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের বাস্তবানুগ বিশ্লেষণ করে দুই প্রকার সম্ভাবনা (ইতিবাচক ও নেতিবাচক) উপস্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং এখানে গবেষণা নৈতিকতার কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি বলে নিঃসন্দেহে দাবি করা যায়।

৪. ইতিবাচক ও নেতিবাচক কার্যক্রম সংজ্ঞায়নের মানদণ্ড কী?

উত্তর ৪: মূল প্রতিবেদনে (পৃষ্ঠা ৩) উল্লেখ করা হয়েছে গবেষণায় ইতিবাচক কার্যক্রম বলতে বোঝানো হয়েছে যেসব কাজের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামোগত বা প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, স্থানীয় সমস্যার সমাধান, সাধারণ জনগণের কল্যাণ এবং সার্বিকভাবে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন সাধন হয়েছে সে ধরনের কার্যক্রম। অন্যদিকে নেতিবাচক কার্যক্রম বলতে সংসদ সদস্যবৃন্দের ওপর অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে তার এখতিয়ারের বাইরের এমন কার্যক্রম বোঝানো হয়েছে যার মাধ্যমে সংসদ সদস্যবৃন্দের ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণ হয়েছে। ইতিবাচক ও নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের indicators যেহেতু বাস্তব ঘটনা (incidence) নির্দিষ্টভাবে গ্রহণ করা হয়েছে সেহেতু "সংজ্ঞায়নের" মানদণ্ড নিয়ে কোনো প্রশ্ন বা সন্দেহের অবকাশ নেই।

৫. গবেষণার সীমাবদ্ধতার কথা গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়নি। উল্লেখ না করার কারণ কী?

উত্তর ৫: প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য অংশের শেষ অনুচ্ছেদে সীমাবদ্ধতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে এ প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্যের বিশ্লেষণ নবম সংসদের সব সদস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে এটি সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম সম্পর্কে আংশিক ধারণা দিতে সক্ষম। এছাড়া এটি শুধুমাত্র বিশ্লেষণমূলক, ব্যক্তির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তদন্তমূলক নয়। তাছাড়া সামাজিক বিজ্ঞানের অন্য সকল গবেষণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্য স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা স্বাভাবিক তা আলাদাভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় ছিল না।

৬. যে সকল দৈনিক পত্রিকার খবর পরোক্ষ তথ্যের সূত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, সে পত্রিকাগুলো কী পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছে? যে সকল সংবাদপত্রকে বিবেচনায় আনা হয়নি তাদের বস্তুনিষ্ঠতা, যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে টিআইবি কি নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে?

উত্তর ৬: প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে (পৃষ্ঠা ৩) বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকাগুলোর মধ্যে পাঁচটি জাতীয় দৈনিক থেকে সংগৃহীত সংবাদ পরোক্ষ তথ্যের সূত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এসব পত্রিকা হচ্ছে *দৈনিক প্রথম আলো*, *দৈনিক যুগান্তর*, *দৈনিক ইত্তেফাক*, *দৈনিক কালের কণ্ঠ* ও *ডেইলি স্টার*। এসব পত্রিকা প্রচার সংখ্যা ও পাঠক সংখ্যার ভিত্তিতে বেছে নেওয়া হয়। গবেষণার সময় ও সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে সংবাদপত্রের সংখ্যা পাঁচের মধ্যে সীমিত রাখা হয়। তবে এর অর্থ এই নয় যে এর বাইরে অন্যান্য যেসব পত্রিকা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়নি সেগুলো বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য নয়।

৭. প্রকাশিত সংবাদ কতটুকু বস্তুনিষ্ঠ তা কোন পদ্ধতিতে বিবেচনা করা হয়েছে? গবেষণায় সংবাদপত্রের সংবাদকে অন্যতম মৌল ভিত্তি নির্ধারণের কারণ কী? এ ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের মতামতকে ভিত্তি না করার কারণ কী?

উত্তর ৭: সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদকে বর্তমানে সামাজিক গবেষণার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৪] সমাজের অন্য সকল ক্ষেত্রের মতোই সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্যের একটি প্রধান উৎস সংবাদপত্র। বর্তমান গবেষণায় সংবাদপত্রের সংবাদকে গবেষণার মৌল ভিত্তি নির্ধারণ করা হয়নি, বরং প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা কতটুকু বস্তুনিষ্ঠ তা যাচাইয়ের জন্য মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদের বিরুদ্ধে সংসদ

---

[২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২।

[৩] উদাহরণ হিসেবে যেমন বলা যায় Oyaziwo Aluede কর্তৃক সম্পাদিত একটি গবেষণার শিরোনাম Managing Bullying Problems in Nigerian Secondary Schools: Some Interventions for Implementation যা *Bangladesh e-Journal of Sociology* Volume 8, Number 2. July 2011-এ প্রকাশিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে গবেষক বলেছেন যে তার এই গবেষণা "...brings into perspective bullying situation in Nigeria and prescribes intervention for bullying prevention in schools."। অথচ প্রবন্ধের ভেতরে দেখা যায় তিনি বলছেন নাইজেরিয়াতে school bullying-এর prevalence rate সম্পর্কে documented evidence এর অভাব রয়েছে। এবং "..there are no available statistical facts to show the actual number of students that are bullied or victims in Nigerian schools".

[৪] বেগম, নাজমির নূর, ১৯৯৭, *সামাজিক গবেষণা পরিচিতি*, জ্ঞান বিকাশ, ঢাকা, পৃ. ৫৯; Sufian, Abu Zafar, 1998, *Methods and Techniques of Social Research*, University Press Limited, Dhaka, pp. 107-108। শিক্ষক/ গবেষকদের মধ্যে সংবাদপত্রভিত্তিক গবেষণার ব্যাপক ব্যবহারের একটি উদাহরণ হচ্ছে যে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবহারের সুবিধার্থে এ সংক্রান্ত একটি webpage নিজেদের ওয়েবসাইটে দিয়ে রাখে (যেমন দেখুন Newspaper as A Research Tool, University of Utah, http://campusguides.lib.utah.edu/newspapers; Conducting Research Using Newspapers, Duke University, http://library.duke.edu/research/finding/newspapers/research.html ইত্যাদি)।

সদস্যদের খুব সামান্য অংশই প্রতিবাদলিপি দিয়েছেন বা প্রেস কাউন্সিলের দ্বারস্থ হয়েছেন। এরপরও গবেষকের পক্ষ থেকে এসব সংবাদ সম্পূর্ণ সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়নি, এবং যাচাই করার জন্য মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
এক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের মতামতকে ভিত্তি না করার অন্যতম প্রধান কারণ বর্তমান গবেষণার বিষয় বিবেচনা করে উল্লিখিত শ্রেণির (৬০০ জন) মতামত নেওয়া হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যে ধরনের তথ্য প্রয়োজন তা সাধারণ জনগণের মতামত থেকে অবশ্যই পাওয়া সম্ভব; কিন্তু সেটিই একমাত্র সূত্র নয়, যে পদ্ধতিতে ও যাদের কাছ থেকে টিআইবি তথ্য সংগ্রহ করেছে সেটিও জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম। তবে কোনো পদ্ধতিই সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণার সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নয়।

৮. গবেষণা পত্রে সাধারণ জনগণের কাছে তথ্যের অপ্রতুলতার কথা উল্লেখপূর্বক "দলনিরপেক্ষ ও সচেতন জনগোষ্ঠীর" প্রতিনিধিত্বে দলগত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। কিসের ভিত্তিতে গবেষক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে সাধারণ জনগণের কাছে তথ্যের অপ্রতুলতা রয়েছে। যে সকল তথ্য সাধারণ জনগণের কাছে অপ্রতুল তা আলোচনায় অংশ নেওয়া ৬০০ আলোচকের কাছে কিভাবে পৌঁছল?
উত্তর ৮: টিআইবি পরিচালিত সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে সাধারণ জনগণের কাছে সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম সম্পর্কে সঠিক তথ্যের ঘাটতি রয়েছে।[৫] অন্যদিকে এসব তথ্য তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় যারা সচেতন, স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংসদ সদস্যের কার্যক্রম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাদের শিক্ষা, পেশাগত ও সামাজিক অবস্থানের কারণে বিভিন্ন সূত্রের তথ্যের তুলনামূলক বেশি অভিগম্যতা রয়েছে। এ গবেষণায় এ ধরনের ৬০০ ব্যক্তির কাছ থেকে দলগত আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ হিসেবে এটি জরিপভিত্তিক (Survey) নয়, বরং এটি একটি তথ্যানুসন্ধানী গবেষণা।[৬]

৯. দল নিরপেক্ষ ও সচেতন জনগোষ্ঠী বলতে কী বোঝানো হয়েছে? দল নিরপেক্ষতা ও সচেতনতা যাচাইয়ের মাপকাঠি কী? যাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের দল নিরপেক্ষতা ও সচেতনতা যাচাইয়ের মাপকাঠি কী ছিল এবং সম্পাদিত গবেষণাকর্মে এটি কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে প্রতিপালিত ও প্রতিফলিত হয়েছে?
উত্তর ৯: আলোচনায় অংশগ্রহণকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির যেসব গুণাবলী বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে: (১) সাধারণভাবে স্থানীয় পর্যায়ে দলমত নির্বিশেষে গ্রহণযোগ্যতা, (২) কোন ব্যক্তি দল বা গোষ্ঠী থেকে নিরপেক্ষ থেকে মতামত প্রকাশের সৎ সাহসের অতীত দৃষ্টান্ত, (৩) স্থানীয় রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, ও এ সংক্রান্ত বিশ্লেষণে সক্ষম, এবং (৪) সচেতন ও বস্তুনিষ্ঠ বলে স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন স্তরের জনগণের মধ্যে পরিচিত। সামাজিক গবেষণায় গুণবাচক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির মধ্যে দলগত আলোচনা[৭] (Group Interview) একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি যা এই গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে।

১০. আদমশুমারী ২০১১ অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যা ১৫,২৫,১৮,০১৫ জন (বিবিএস: ২০১২)। এ বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাত্র ৬০০ জনকে Sample Size হিসেবে বিবেচনা করার বৈজ্ঞানিক/ নৈতিক ভিত্তি কী?
উত্তর ১০: পরিসংখ্যানের নমুনায়নের সূত্র অনুযায়ী যেকোনো বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠীর জন্য ৪০০-৬০০ নমুনাই যথেষ্ট। তবে বর্তমান গবেষণায় যেহেতু জরিপ করা হয়নি সেহেতু নমুনার আকারের প্রশ্ন এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। এই গবেষণা কোনো জরিপ নয় কাজেই দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ৬০০ জন এ গবেষণার Sample Size নয়। বরং স্বীকৃত সামাজিক বিজ্ঞান পদ্ধতি হিসেবে দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীর প্রত্যাশিত সংখ্যার সাথে উল্লিখিত সংখ্যা সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর নৈতিক ভিত্তিও বিতর্কের ঊর্ধ্বে। উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য সংবাদপত্রে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায় মাঠ পর্যায়ের তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সংবাদপত্রে এবং মাঠ পর্যায়ে হুবহু একই সংসদ সদস্য সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হয়নি কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে একই ধরনের দেখা যায় ফলে মাঠ পর্যায়ের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

তথ্যের বিভিন্ন উৎস থাকতে পারে। কোনো তথ্য জরিপ থেকে, আবার কোনো তথ্য দলগত আলোচনা বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে সংগ্রহ করতে হয়। তথ্য জানার জন্য সবার কাছে যাওয়ার প্রয়োজন না-ও হতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে একজনের কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য পেলেও গবেষণার লক্ষ্য পূরণ হতে পারে। গুণগত গবেষণার মূলনীতি হচ্ছে প্রকৃত তথ্য জানা; এখানে কতজন মতামত দিয়েছে তা সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ নয়।

---

[৫] দেখুন আকরাম, সাধন দাস ও তানভীর মাহমুদ, ২০০৯, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ঢাকা। টিআইবি'র আরেকটি জরিপে দেখা যায় জরিপকৃত সাধারণ জনগণের প্রায় ১০% তাদের এলাকার সংসদ সদস্য কী ধরনের কার্যক্রমে জড়িত সে সম্পর্কে জানেন বলে জানান।

[৬] দেখুন *দৈনিক প্রথম আলোয়* ২৫ অক্টোবর ২০১২ তারিখে প্রকাশিত টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামানের সাক্ষাৎকার।

[৭] দেখুন May, Tim, 1999, *Social Research: Issues, methods and process*, Open University Press, Buckingham, pp. 113-114; Vandana Desai and Robert Potter (eds), 2006, *Doing Development Research*, Sage Publications, pp. 154-155.

১১. নির্বাচিত ৬০০ আলোচকের নির্বাচন পদ্ধতি কী ছিল? আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও অন্যান্য পেশাজীবী এবং গণমাধ্যম কর্মী ছিলেন মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। অন্যান্য পেশাজীবী বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? উল্লেখ্য, জাতীয় পর্যায়ে এ সকল পেশাজীবীদের বিভিন্ন নামে/দলীয় ব্যানারে/দলীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নানা সংগঠন রয়েছে। বর্তমানে স্থানীয় পর্যায়েও এটি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। সেক্ষেত্রে গবেষণার সময় এ সকল পেশাজীবী আলোচকের দল নিরপেক্ষ এবং সচেতন জনগোষ্ঠী হিসেবে অন্তর্ভুক্তি কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়েছে?

উত্তর ১১: টিআইবি'র উদ্দীপনায় স্থানীয় পর্যায়ে ৪৩টি জেলায় ৪৫টি সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) রয়েছে, যার সদস্যরা স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। এ গবেষণায় দলগত আলোচনা আয়োজনের ক্ষেত্রে এই সনাক সদস্যদের সহায়তা নেওয়া হয়েছে যারা উপরোল্লিখিত (৯ নং প্রশ্নের উত্তরে) মানদণ্ডের ভিত্তিতে স্থানীয় পর্যায়ে এই ৬০০ আলোচককে নির্বাচন করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য ধরনের পেশাজীবীদের মধ্যে ছিলেন চিকিৎসক, প্রকৌশলী, উন্নয়ন কর্মী, মানবাধিকার কর্মী, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, ব্যাংকার, কৃষিজীবী, রাজনীতিক, এবং বেসরকারি চাকরিজীবী। উল্লেখ্য, আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের কোনো পেশাজীবী সংগঠন সূত্রে নির্বাচন করা হয়নি। সকল পেশাজীবীর ক্ষেত্রে দলনিরপেক্ষতা অন্যতম অপরিহার্য পূর্বশর্ত ছিল, এবং সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

১২. কোন পদ্ধতিতে ৪২টি জেলা বাছাই করা হয়েছে? ৪২টি জেলায় কেন ৪৪টি দলগত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে?

উত্তর ১২: বাংলাদেশে মোট জেলার সংখ্যা ৬৪টি। তবে গবেষণার জন্য একটি জেলার সবগুলো আসনকে একটি গুচ্ছ ধরে যেসব জেলায় দলগত আলোচনা করার ক্ষেত্রে সহায়তা পাওয়া যাবে এমন ৪২টি জেলা বেছে নেওয়া হয়। এটি সামাজিক গবেষণার পরিভাষায় Convenience Sample[৮] বলা হয়। এর মধ্যে দুইটি জেলায় উপজেলা পর্যায়েও একটি করে দলগত আলোচনার আয়োজন করা হয়, ফলে মোট দলগত আলোচনার সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৪টিতে। অঞ্চল নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলনিরপেক্ষ, প্রভাবমুক্ত ও বস্তুনিষ্ঠ মানসিকতার প্রতিফলক উত্তরদাতা নির্বাচনের জন্য স্থানীয় সামর্থ্যের উপস্থিতির ওপর নির্ভর করা হয়েছে।

১৩. দলগত আলোচনায় কোন আসনের সদস্যদের ওপর আলোচনা হবে তা সংশ্লিষ্ট আলোচকেরা নির্ধারণ করেছেন। এ নির্ধারণ প্রক্রিয়া গবেষণার ক্ষেত্রে কতটুকু বিজ্ঞানসম্মত?

উত্তর ১৩: গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মূল পূর্বশর্ত সংসদ সদস্যদের ওপর তথ্য সংগ্রহ। দলগত আলোচনায় কোন আসন বিবেচিত হবে কি হবে না সেটি নির্ধারিত হয়েছে তথ্যের পর্যাপ্ততার ওপর। যে কারণে যেসব আসনের ওপর আলোচকদের কাছে পর্যাপ্ত তথ্য ছিল না বলে প্রতিভাত হয়েছে ঐ আসন নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। এক্ষেত্রে আসন নির্ধারণের দায়িত্ব আলোচকদের ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়নি, বা পক্ষপাতিত্ব কাজ করেনি। অন্যদিকে এর ফলে তথ্যপ্রাপ্তি, তথ্যের উৎকর্ষ, এবং একইসাথে দলগত আলোচনা আরও বেশি অংশগ্রহণমূলক নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।[৯]

১৪. ৬০০ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ বা দলগত আলোচনার ক্ষেত্রে "Interview Bias" বা "Observer Bias" এবং "Response Bias" পরিহার করা সম্ভব হয়েছে কী? হলে কতটুকু এবং কিভাবে?

উত্তর ১৪: Interviewer Bias/Observer Bias দূর করবার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। প্রথমত যারা তথ্যদাতা ছিলেন তাদেরকে সতর্কতার সাথে নির্বাচন করা হয় যেন তারা সকলেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাম্যক ধারণা রাখেন, প্রভাবমুক্ত, পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধ্বে, স্পষ্টভাষী হন এবং নৈতিকতার দিক থেকে উচ্চমানের হন। উপরন্তু দলগত আলোচনাগুলোতে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদেরমধ্য থেকেই একজন সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন এবং গবেষকের ভূমিকাকে মূলত Note Taker হিসেবে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে এখানে গবেষকের পক্ষ থেকে নিরপেক্ষতা লঙ্ঘনের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। অপরদিকে, "Response Bias" পরিহার করা হয় আলোচনার মধ্য থেকে তথ্যের অসঙ্গতি দূর করার মাধ্যমে। দলের আলোচকদের সকলের মধ্যে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হলেই গবেষণার ফলাফলের জন্য তথ্য বিবেচিত হয়। এটাই দলগত আলোচনা থেকে উপাত্ত সংগ্রহের স্বীকৃত পদ্ধতি।

১৫. বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অর্থাৎ তথ্যের যথার্থতা (Validity) এবং নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) বজায় রাখার জন্য কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে? [যেমন: দৈবচয়ন (Random selection), স্তরীভূত (Stratified), গুচ্ছ (Cluster), উদ্দেশ্যমূলক (Purposive) ইত্যাদি।]

উত্তর ১৫: আগেই বলা হয়েছে এটি কোনো জরিপ নয়, এবং জেলা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে Convenience sampling ব্যবহার করা হয়েছে। তবে তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা দলগত আলোচনায় নিশ্চিত করা হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে দলের আলোচকদের সকলের মধ্যে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হলেই গবেষণার ফলাফলের জন্য তথ্য বিবেচিত হয়। সাধারণভাবে গুণগত গবেষণার তথ্য validity ও reliability নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতির উল্লেখ করা হয় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে rigor in

[৮] দেখুন http://en.wikipedia.org/wiki/Accidental_sampling; http://dissertation.laerd.com/articles/convenience-sampling-an-overview.php (accessed on 8 November 2012).

[৯] দেখুন Desai, Vandana and Robert Potter (eds), 2006, *Doing Development Research*, Sage Publications, pp. 154-162.

sampling[১০], rigor in data collection, and analysis; triangulation of data sources, methods, investigators, and theories etc।[১১] বর্তমান গবেষণায় তথ্যদাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। যারা অবগত এবং তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করার মত বস্তুনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধাভাজন তাদেরকেই তথ্য প্রদানকারী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা হয় যেন অপ্রাসঙ্গিক/ অগ্রহণযোগ্য/ অসমর্থিত তথ্য না আসে এবং বিশ্লেষণ সঠিক চিত্র তুলে ধরে। এছাড়া একাধিক উৎস এবং পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্যের যথার্থতা triangulation এর মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়। এমন কোনো নেতিবাচক তথ্য কেউ উপস্থাপন করেছেন যে তথ্য অন্য কেউ সমর্থন করেননি, সেক্ষেত্রে এই তথ্য গ্রহণ করা হয়নি।

১৬. FGD মূলত একটি গুণগত পদ্ধতি। এই গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে কেন পরিমাণগত উপাত্ত তৈরি করা হল?

উত্তর ১৬: সামাজিক গবেষণায় গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিমাণগত উপাত্ত তৈরি একটি স্বীকৃত পদ্ধতি।[১২] বর্তমান গবেষণায় ১৪৯ জন সংসদ সদস্য সম্পর্কে তথ্য এসেছে যা নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে পরিমাণগত উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৭. নির্বাচিত ৪২টি জেলার ২২০ আসনের মধ্যে শুধুমাত্র ১৪৯টি আসন নিয়ে কেন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে? কী ধরনের তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে বাকি ৭১ আসনের সংসদ সদস্যদের ওপর আলোচনা সম্ভব হয়নি?

উত্তর ১৭: গবেষণায় সংসদ সদস্যদের কার্যক্রমের ওপর যেসব নির্দেশক নির্ধারণ করা হয় সেসব নির্দেশক সংক্রান্ত তথ্য আলোচকদের কাছে না থাকার কারণে ৭১টি আসনের সংসদ সদস্যদের ওপর আলোচনা সম্ভব হয়নি। দলগত আলোচনায় কোনো আসন বিবেচিত হবে কি হবে না সেটি নির্ধারিত হয়েছে তথ্যের পর্যাপ্ততার ওপর। যে কারণে যেসব আসনের ওপর আলোচকদের কাছে তথ্য ছিল না ঐসব আসন নিয়ে আলোচনা করা হয়নি।

১৮. বিষয়বস্তুর যথার্থতা (Content Validity) এবং প্রশ্নসমূহের কাঠামোর সঠিকতা কিভাবে বজায় রাখা হয়েছে? যদি তা সম্ভব না হয়ে থাকে তবে এর কারণ কী?

উত্তর ১৮: দলগত আলোচনার জন্য যেসব নির্দেশক চিহ্নিত করা হয় তার ভিত্তিতে আলোচনার জন্য চেকলিস্ট প্রস্তুত করা হয়। দলগত আলোচনায় কোনো একটি বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ঐকমত্যে পৌঁছানো বিষয়বস্তুর যথার্থতা (Content Validity) এবং একইসাথে প্রশ্নসমূহের কাঠামোর সঠিকতাকে সমর্থন করে।[১৩]

১৯. প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রশ্নসমূহ সাধারণ ধারণার ভিত্তিতে (Common perception based question) প্রণীত এবং প্রশ্নের ধরন বিবেচনায় প্রশ্নসমূহ নেতিবাচক প্রশ্ন হিসেবে বিবেচ্য কিনা? যদি সাধারণ ধারণার ভিত্তিতে (Common perception based question) প্রণীত এবং নেতিবাচক প্রশ্ন হিসেবে বিবেচ্য না হয়, তবে এক্ষেত্রে প্রমাণ কী?

উত্তর ১৯: পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে চেকলিস্টে ব্যবহৃত প্রশ্নসমূহ চিহ্নিত নির্দেশকের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, এবং এসব নির্দেশক নির্ধারণ করা হয়েছে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে দলগত আলোচনার লক্ষ্য ছিল চিহ্নিত নির্দেশকের ওপর বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা (Probing)। দেখা যায় দলগত আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্যও এসব নির্দেশককে সমর্থন করছে। কাজেই বলা যায় এসব প্রশ্ন সাধারণ ধারণার ভিত্তিতে প্রণীত নয়, এবং নেতিবাচক হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে না।

---

[১০] প্রবাবিলিটি বা র‍্যান্ডম স্যাম্পল নয়, এখানে তথ্যদাতাদের গবেষণাধীন বিষয়বস্তুর ওপর তথ্য প্রদানের সক্ষমতার বিবেচনায় নমুনা চয়নের কথা বলা হচ্ছে।

[১১] According to Patton (1990) there are no "straightforward tests for making sure that qualitative research is reliable and valid, but this does not mean that there are no guidelines". Scholars such as Denzin, Lincoln, and Guba have developed extensive criteria for demonstrating the rigor, legitimacy, and trustworthiness of qualitative research. In an ever increasing number of textbooks, guidelines for qualitative researchers recommend rigor in sampling, data collection, and analysis; triangulation of data sources, methods, investigators, and theories; the need to search for negative causes; and the use of "thick description" (Geertz , 1997; Marshall, 1990). (from Pyett, Priscilla, M. Validation of Qualitative Research in the "Real World", Qualitative Health Research, Vol. 13 No. 8, October 2003 1170-1179

[১২] Mayoux, L. and Chambers, R. (2005) 'Reversing the paradigm: quantification and participatory methods and pro-poor growth', *Journal of International Development*, 17: 271–298. cited in Vandana Desai and Robert Potter (eds), 2006, *Doing Development Research*, Sage Publications, p. 119.

[১৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন http://en.wikipedia.org/wiki/Content_validity (accessed on 8 November 2012).

২০. প্রশ্নের ধরন স্পষ্টতই নির্দেশনামূলক (Leading Question)। যেমনঃ 'স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন বরাদ্দ থেকে কমিশন আদায় করেন কি?' 'সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্রয় প্রক্রিয়ায় দরপত্র নিয়ন্ত্রণ করার অভিযোগ রয়েছে কি?' 'সংসদ সদস্যের নিজ দলের নেতা-কর্মীরাই ঠিকাদারি কাজ পায় কি?' ইত্যাদি। এ ধরনের নির্দেশনামূলক প্রশ্ন দ্বারা গবেষণার মৌলিক নৈতিকতা লঙ্ঘিত হয়েছে কি?

উত্তর ২০: পূর্বেই বলা হয়েছে গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে দলগত আলোচনার লক্ষ্য ছিল নির্দিষ্ট নির্দেশকের ওপর বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা। কাজেই ওপরে উল্লিখিত প্রশ্নগুলো নির্দেশনামূলক বলা যায় না, এবং এর ফলে গবেষণার মৌলিক নৈতিকতাও লঙ্ঘিত হয়নি। প্রকুতপক্ষে নির্দিষ্ট নির্দেশকসমূহ যা পূর্বে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি সেগুলো গবেষকের উচ্ছানুযায়ী রচিত নয়। পূর্বে প্রকাশিত তথ্য যাকে challenge করা হয়নি সেগুলোকে অবলম্বন করেই নির্দেশকসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলোর validity যাচাইয়ের জন্যই প্রশ্নগুলো করা হয়। সুতরাং এগুলোকে কোনো অবস্থাতেই leading question বলা যাবে না।

২১. ভাবনিষ্ঠ ফলাফল এড়ানো এবং গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখার নিমিত্তে নেতিবাচক কার্যক্রম নিয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত ১৮১ জন সংসদ সদস্য ছাড়াও অন্যান্য অর্থাৎ বাকি ১৬৯ জনের মধ্য হতে কাউকে দলগত আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত না করার কারণ কী?

উত্তর ২১: ভাবনিষ্ঠ ফলাফল এড়ানো এবং গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখার নিমিত্তে নেতিবাচক কার্যক্রম নিয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত ১৮১ জন সংসদ সদস্যের মধ্য থেকে এবং এঁদের বাইরে থেকেও সংসদ সদস্যদের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এভাবে মাঠ পর্যায়ে যাদের সম্পর্কে তথ্য আনা হয়েছে তাদের ৮৬ জন হলেন পত্রিকার ১৮১ জনের অন্তর্ভুক্ত, এছাড়া পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি এমন ১৬৯ জনের মধ্য থেকে ৬৩ জন সম্পর্কে তথ্য আনা হয়।

২২. প্রশাসনিক কাজে প্রভাব বিস্তারের বিষয়টি কোন সূত্র দ্বারা সমর্থিত হয়েছে?

উত্তর ২২: প্রশাসনিক কাজে প্রভাব বিস্তারের বিষয়টি দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।

২৩. সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তারের তথ্যগুলো কোন সূত্র দ্বারা সমর্থিত হয়েছে?

উত্তর ২৩: সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তারের বিষয়টি দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।

২৪. সন্তুষ্টি মাত্রা নিরূপণে ব্যবহৃত স্কেলটি কি একটি আদর্শায়িত স্কেল? যদি হয়ে থাকে, তবে কোন পদ্ধতিতে আদর্শায়িত করা হয়েছে?

উত্তর ২৪: বর্তমান গবেষণায় একটি ১০ পয়েন্ট স্কেল ব্যবহার করা হয়েছে যা আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত একটি স্কেল। সবগুলো দলগত আলোচনায় সর্বনিম্ন সন্তুষ্টির মাত্রা ১ থেকে সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি ১০ পর্যন্ত স্কোর ধরে একই স্কেল ব্যবহার করা হয়েছে। এ ধরনের স্কেল একটি indicative ফলাফল প্রদানের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। সাধারণত একাধিক ধরনের স্কেল ব্যবহার করা হলে একটি স্কেলে উপস্থাপন করার জন্য সবগুলো স্কেলকে আদর্শায়িত করতে হয়। বর্তমান গবেষণায় এর প্রয়োজন হয়নি যেহেতু সবগুলো দলগত আলোচনায় একই স্কেল ব্যবহার করা হয়েছে। এটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি স্কেল, এবং অন্যান্য স্কেলের সাথে তুলনীয় (যেমন লাইকার্ট স্কেলে বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত স্কেলকে প্রকাশ করা যাবে)।

২৫. পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে অপ্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ ব্যবহারের যৌক্তিকতা কী?

উত্তর ২৫: সামাজিক গবেষণায় অপ্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার একটি স্বীকৃত বিষয়। এছাড়া তথ্যসূত্র হিসেবে যেসব অপ্রকাশিত গবেষণার উল্লেখ রয়েছে তা-ও টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত চলমান গবেষণা (যেমন পার্লামেন্ট ওয়াচ)।

২৬. ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা বিশ্লেষণে সংসদীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রাধান্য না দিয়ে কেন শুধুমাত্র স্থানীয় পর্যায়ের দায়িত্ব ও কার্যক্রমকে প্রাধান্য দেয়ার কারণ কী?

উত্তর ২৬: গবেষণা প্রতিবেদনে সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম পর্যালোচনার শুরুতে প্রথমেই তাদের সংসদীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। দেখুন মূল প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা ১১।

২৭. সন্তুষ্টির মাত্রা নিরূপণে সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারীকে অন্যান্য আলোচকেরা প্রভাবিত করার সুযোগ পেয়েছেন কী?

উত্তর ২৭: গবেষণার তথ্য সংগ্রহের নির্দেশনা অনুযায়ী দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী আলোচকরা সবাই একসাথে আলোচনা করেই ঐকমত্যের ভিত্তিতে সন্তুষ্টির মাত্রা নিরূপণ করেছেন, এবং ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্নমত থাকলে তা-ও যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

২৮. ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় ব্যবহৃত চেকলিস্টটি কিভাবে পূরণ করা হয়েছে এবং যে উত্তরগুলো পাওয়া গিয়েছে কিভাবে তার যথার্থতা নিরূপণ করা হয়েছে?

উত্তর ২৮: পূর্বেই বলা হয়েছে যে দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী আলোচকরা সবাই একসাথে আলোচনা করেই একজন সংসদ সদস্যের কোনো একটি বিষয়ে একমত হয়েছেন, এবং তার ভিত্তিতে চেকলিস্ট পূরণ করা হয়েছে। একজন আলোচক কোনো একটি তথ্য দিলে তার ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং এসব আলোচনায় আলোচকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য বা অসমর্থিত নয় এমন কোনো তথ্য আমলে নেওয়া হয়নি।

২৯. টিআইবি'র গবেষণা প্রতিবেদনের বিষয়ে গত ১৫ অক্টোবর ২০১২ তারিখে বিভিন্ন পত্রিকায় সংবাদ শিরোনাম প্রকাশিত হয়। যেমন: দৈনিক ইনকিলাবের শিরোনাম ছিল "নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে জড়িত ৯৭ ভাগ এমপি"। দৈনিক নয়া দিগন্তের শিরোনাম ছিল "এমপিদের অর্ধেকের বেশি অপরাধের সাথে জড়িত"। দৈনিক সংবাদের শিরোনাম ছিল "৯৭ শতাংশ সংসদ সদস্য নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে জড়িত"। দৈনিক সমকালের শিরোনাম ছিল "৫৩.৩ ভাগ এমপি জড়িত অপরাধমূলক কাজে"। দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার শিরোনাম ছিল "হত্যা দখল ও চাঁদাবাজিতে জড়িত ৫৩ শতাংশ এমপি"। দি নিউ এজ পত্রিকার শিরোনাম ছিল "MPs spend more time earning money than in Parliament" (পত্রিকার ক্লিপিংসসমূহ সংযুক্ত)। পত্রিকাসমূহের এই ধরনের শিরোনাম টিআইবি'র রিপোর্টের সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা? যদি না হয়ে থাকে এ বিষয়ে টিআইবি কর্তৃক কোন প্রতিবাদলিপি উক্ত পত্রিকাসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে কিনা?

উত্তর ২৯: প্রতিবেদন প্রকাশের সময় গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ, উপস্থাপনা ও একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি সরবরাহ করা হয়। এসব ডকুমেন্টে যেভাবে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছিল অনেক জাতীয় দৈনিক সেই অনুযায়ী যথাযথভাবে শিরোনাম করলেও কোনো কোনো পত্রিকা তা পুরোপুরি অনুসরণ না করে নিজস্ব প্রাধান্য অনুযায়ী শিরোনাম করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে টিআইবি'র পক্ষ থেকে গবেষণা বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তর (Frequently Asked Questions and Answers) সবগুলো পত্রিকার সম্পাদকের কাছে পাঠানো হয় যা বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

৩০. প্রতিটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় মোট কতজন আলোচক অংশ নিয়েছেন তার একটি তালিকা।

উত্তর ৩০: কোন দলগত আলোচনায় কতজন অংশগ্রহণ করেছেন তার তালিকা নিচে দেওয়া হল।

দলগত আলোচনা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	দলগত আলোচনা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	দলগত আলোচনা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
জেলা ১	১৫	জেলা ১৫	১৭	জেলা ২৯বি*	১৩
জেলা ২	১৪	জেলা ১৬	১২	জেলা ৩০	১৪
জেলা ৩	১১	জেলা ১৭	১৬	জেলা ৩১	১৫
জেলা ৪	১৪	জেলা ১৮	১১	জেলা ৩২	১১
জেলা ৫	১৩	জেলা ১৯	১১	জেলা ৩৩	১৮
জেলা ৬	১৩	জেলা ২০	১৩	জেলা ৩৪	১৬
জেলা ৭	১৪	জেলা ২১	১৬	জেলা ৩৫	১৪
জেলা ৮এ*	১২	জেলা ২২	১৪	জেলা ৩৬	১২
জেলা ৮বি*	১১	জেলা ২৩	১৩	জেলা ৩৭	১৩
জেলা ৯	১৬	জেলা ২৪	৯	জেলা ৩৮	১৫
জেলা ১০	১১	জেলা ২৫	১৯	জেলা ৩৯	১৪
জেলা ১১	১৯	জেলা ২৬	১২	জেলা ৪০	১৬
জেলা ১২	১৬	জেলা ২৭	১২	জেলা ৪১	১২
জেলা ১৩	১৩	জেলা ২৮	১৩	জেলা ৪২	১২
জেলা ১৪	১২	জেলা ২৯এ*	১৩	**মোট**	**৬০০**

** একই জেলায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত দলগত আলোচনা*

৩১. ফোকাস গ্রুপ আলোচনার চেকলিস্ট দেখে ধারণা করা যায় যে, দলগত আলোচনায় প্রত্যেক আলোচক সুনির্দিষ্ট একটি আসনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আসনভিত্তিক প্রতিনিধিত্বকারী আলোচকবৃন্দের সংখ্যার একটি তালিকা সরবরাহ করা হলে প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করতে সুবিধা হবে।

উত্তর ৩১: দলগত আলোচনায় প্রত্যেক আলোচক সুনির্দিষ্ট একটি আসনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এমন নয়। কোনো একটি আলোচনায় একটি আসনের সংসদ সদস্যকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে, আবার কোনো একটি আলোচনায় একাধিক আসনের সংসদ সদস্যকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কাজেই কোন আলোচনায় একটি আসন নিয়ে কতজন আলোচনা করেছেন তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

_____০_____